জয়ার জন্য

অবগাহন ৬
আকর্ষণ ১
একটি সন্ধ্যার স্মৃতি ১১
একাকী প্রান্তর ২
কার্থেজ প্রসঙ্গে চিন্তা ৪
ক্রমশ ৩১
গতানুগতিক ১২
গলিটা পেরিয়ে ৩২
জীবন মোহ ২৮
দেব্‌রিপানি ১৪
নৌকাভ্রমণ ২০
পারস্পরিক ২৭
প্রতীক্ষা ৩
প্রেম ১৯
বিদায়ক্ষণ ১০
ভালোবাসা, বেলোয়ারি চুড়ি ২২
মেয়েটি ১৭
রাত্রির রূপ ২১
রোমাণ্টিক ১৩
শান্তিনিকেতনে বসন্তোৎসব ১৬
শৃঙ্খলমোচন ৯
সমুদ্রের স্বর ২৪
স্বত্ত্ববিহীন ৫
স্বীকৃতি ৮
হঠাৎ দেখা ১০
হত্যা ১৮
হাইকু ২৫

আ ক র্ষ ণ

ফিনফিনে নেটের মতো জ্যোৎস্নাতে
আমার হৃদয় আটকে গেলো,
আমার বিক্ষুব্ধ মন
জ্যোৎস্নাটাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলছে।

জীবনে যা চেয়েছি তা পাই নি সেজন্য
আজ আর দুঃখ লাগছে না।
হে প্রেম, হে বিক্ষুব্ধ হৃদয়
তুমি আজ রূপকথা হয়েছো।

আমার পুঞ্জীভূত ঘৃণা ও বিদ্বেষ
আতশবাজির মতো এক বেদনার হতাশ উচ্ছ্বাস,—
নারী, মদ, পুস্তক, কবিতা ও সৌন্দর্য—
একটিকে ফেলে অন্যটি, অন্যগুলো ক্রমে একটি,
মৃতের গন্ধের সঙ্গে রজনীগন্ধার তাজা গন্ধের অন্যায় মিলন,
ফিনফিনে নেটের মশারির মতো জ্যোৎস্নাতে আজ অর্থ পেলো
এই প্রথম।

এই প্রথম আমি জ্যোৎস্নায় আবদ্ধ হলাম।
মৃত্যু আর্তনাদ অজস্র চুম্বকের মতো নিকটে টেনেছে,
অস্থির হাত ব্যাকুল আগ্রহে এই প্রথম
মুমূর্ষু অজগরের মতো লেজ ঝাপটেছে।

ফিনফিনে জ্যোৎস্নায় দিকভ্রষ্ট নাবিকের মতো আমি বেড়াচ্ছি :
কাঁচা মাংসের সোঁদা স্পর্শের মতো জ্যোৎস্নায়
কী ভীষণ অন্ধকার!

একাকী প্রান্তর

একাকী প্রান্তরে যেন ঝুপ করে বসে-পড়া
বাদুড়ের শব্দের সাথে
সন্ধ্যা নেমে এসেছিলো সেদিনের অরণ্যে পর্বতে।
সামনে নিঝুম রাস্তা আঁকাবাঁকা, কুমারীর ছন্দিত গমনের মতো;
কুকুরের ডাকটিও কুয়াশার মতোই ধোঁয়াটে,—
সবই আজ স্মৃতিপটে ভীড় করে যতো।

সেদিন সবাই ছিলো আজো আছে থাকবেও জানি,
সেদিনো নারীরা সব কুমকুম টিপ ছিলো পরে,
রুমাল উড়িয়ে এক সুন্দর শোভাযাত্রা করে
জীবনের শবদেহ ঢেকেছিলো সোনালি ঝালরে
তারপর জোট বেঁধে করেছিলো খুন রাহাজানি।
ইতিমধ্যে সবাকার কেটে গেছে মিল
প্যাটার্ন গোঁজাটি তাই হলো শুধু ফাঁকির সামিল।

আজ সেই ফাঁকিটাই অকস্মাৎ পড়ে গেছে ধরা।
কক্ষচ্যুত অস্তিত্বের দল
যোজন যোজন দূরে কর্মরত অতন্দ্র প্রহরা।
সীমান্ত রক্ষায় ব্যস্ত কক্ষচ্যুত অস্তিত্বের দল।

প্র তী ক্ষা

অশ্বখুরের আওয়াজে প্রহর গোনা
পাতায় পাতায় শিরশিরে এই রাতে,
অন্ধ আবেগে অসহায় যন্ত্রণা
প্রেয়সীর মতো জড়ানো কঠিন হাতে।

জীবনের যতো কোলাহল হলো দূর,—
মিছে ট্রামগাড়ি গোনা ও গানের সুর।
অশ্বখুরের আওয়াজে শিরীষ গাছে
জ্যোৎস্নাশোভিত শিশির পড়ছে কাছে

একা প্রতীক্ষা অসহায় কতো জানি,
হিসাব মিটাতে তবু হবে ভালোবেসে।
আমার হৃদয় শুভ্র চাদরে ঢাকা,
আমার হৃদয় নিয়ে যাবে কারা এসে।

কার্থেজ প্রসঙ্গে চিন্তা

ধূসর রাস্তাটিকে আমার মনের মতো
রিক্ত বিষণ্ণ মনে হলো।
হতাশার ভারে আজ ক্লান্ত মন
অভ্যাসবশত বয়ে চলি।
দূরে ল্যাম্পপোস্টগুলো শীত-কুঁকড়ানো মুখে
হৈচৈ হাসি নিয়ে আছে।
আলো-আঁধারের মাঝে অন্য দিনের মতো
নিকটেই মেয়েটি দাঁড়ানো।

অশান্ত আমার প্রাণে আমি চাই শান্তির পরশ।
হে ঈশ্বর, প্রার্থনা এই— আমাকে ল্যাম্পপোস্ট করো না।
তাছাড়াও, হে ঈশ্বর, কখনো কার্থেজে যাবো না।
জীবন দেখেছি আমি— হুটোপাটি, শ্যাম্পেন, শিশু ;
যদি বলো কখনো-সখনো আমি মাতাল হলেও হতে পারি।

আমি জানি জীবনটা গ্রামোফোন রেকর্ডের নয়
কিংবা নয় জেট-পরিত্যক্ত ধোঁয়ারেখা।
সুতরাং হে ঈশ্বর, কখনো কার্থেজে যাবো না।
মিথুন সাঙ্গ করে নরনারী পদাবলী গায়,
সুতরাং, হে ঈশ্বর, কখনো কার্থেজে যাবো না।

স্ব ত্ব বি হী ন

আমাকে একদা কোনো রুচিমান সুশিক্ষিত গাড়োল
বলেছিলো, 'সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত করছি কেবল।'
আরে বাবা, পরাশর-তর তো কিছু নও,
কিংবা সংগ্রাম করে নিতান্তই বিশ্বামিত্র হও,
ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ হয়ে মেনকার আঁচলের গিঁটে
বদ্ধ হয়ে জন্ম দিতে অম্লরোগী শকুন্তলা মডার্ন খিটখিটে।

অনিকেত পরিব্যাপ্ত কোথায় সবুজ ?
আমার চেতনার মাঝে এই বোধ নিগূঢ় গম্বুজ।
উপায়বিহীন অবিরত
যন্ত্রণা অভ্যাসে পরিণত।

অবগাহন

থমথমে আবহাওয়া দুঃস্বপ্নের মতো, এক মৃত্যুর আতঙ্কে বিহ্বল।
গাছের পাতারা স্তব্ধ,
দু একটা দমকা হাওয়ায় সোঁদা সরীসৃপ স্পর্শে
গা শিরশির করে উঠছে।

সমস্ত দিনের একটানা খাটুনির পর
নোনা-ধরা পাঁচিলের মতো দেহের আনাচে-কানাচে
ঘামের একটা আস্তরণ পড়েছে।
চোখের পাতা ভারী হয়ে আসা সত্ত্বেও
ঘুম আসছে না।

দূর থেকে কামারের লোহা পিটানোর শব্দ ভেসে আসছে,
হাপরের আওয়াজ হাঁপানি রুগির বুকের শব্দের মতো।
দেহে মনে একটা বোবা অস্বস্তি
রাজাবাজারের মোড়ে দাঁড়িয়ে-থাকা মেয়েটির
মেটে-সবুজ টিপটির মতো
জ্বলছে আর নিব্‌ছে।

আমার স্বপ্নগুলি, আমার নিরীহ স্বপ্নগুলি আজ অনুপস্থিত।
দূরে সাঁওতালি নাচ হচ্ছে কোথাও, মাদল বাজছে,
সাঁওতালি নাচে আমার প্রবেশাধিকার নেই তবুও
এক অসমাপ্ত ইচ্ছার দুর্নিবার মদ আমাকে পাগল করছে আজ
যোগদানের জন্য

ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সভ্যতার অযথা আবর্জনা,
ড্রইংরুমের কেতাবি সৌন্দর্য,
মনে হচ্ছে যদি কষে কয়েক ঢোক হান্‌ড়ি পান করি
আর মন্থন করি কালো মেয়ের পাগলকরা বুকের হ্রদ
তাহলে বুকদোলানো সুরে ম্যাণ্ডোলিন বাজবে কি না।

আমার অক্ষমতা বিভিন্ন ক্ষুধার মতো মনের কার্নিশে কার্নিশে
ঝুলছে,
নিয়ন-লাইট স্বপ্নও ;
থমথমে আবহাওয়া হঠাৎ তুঃস্বপ্নে সুপ্তোত্থিত গর্ভিণীর মতো
এক বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মতো
একাকিত্বে তুঃসহ।
বাতুড়ের পাখার ঝাপট, চাষিপাড়ার হরিসংকীর্তন,
আমার মনের বোবা অন্ধকার,
সুন্দরী মেয়েটির হাসিটিও এক ধরনের বিকৃতি—এই বোধ,
রকবাজ ছেলের শিস, হিন্দি কলি,
ছন্দিত নিতম্ব আর পর্দায় পর্দায় উচ্ছ্বসিত বুক,
এক ধরনের কান্না,
শেষ রাতের ঝরা শিউলি,
তিমির চর্বির মতো নরম আঁটালো মাংস, আহা, মেয়েমানুষ মদ,
আমার স্বপ্ন কুলকুচি, আমার অবগাহন !

স্বী কৃ তি

তোমার দিকে আমি তাকিয়েছি অন্তত এজন্যও
তুমি একবার আমার দিকেও তাকাও।
ড্রেনপাইপ, শীর্ণপাছা ও ঈশ্বর
অস্তিত্ব, অস্তিত্বের যন্ত্রণাও।

তোমার চোখের দৃষ্টি
আমাকে নিয়েও করেছে চকিতে চেয়ার টেবিল সৃষ্টি।
ঈশ্বর আমি ফার্নিচার হতে চেয়েছিলাম
জগৎ তবুও আমার ভিতর প্রবহমান।
জোর করে চাপা অস্তিত্বের বোধ
কুকুরের মাথার ঘায়ের মতোই পাগলকরা। ক্রোধ!

হে নারী, আমার অস্তিত্বেও স্বীকৃতি দাও,
একবার শুধু পূর্ণচোখেই তাকাও।
স্বাধীন তুমি এই স্বাধীনতা মেনে
একবার ভাবো কতদূর তুমি এগোতে পারো একাকী একাকী
ট্রেনে।

শৃঙ্খলমোচন

উত্তাপের মধ্য দিয়ে অঙ্গীকার
ক্রমান্বয় উত্তরণে সৃষ্টি তার।
নারীকে নিবিড় করো তীব্র পরাভবে
অন্তত প্রেমের ভোগ উদাত্ত উৎসবে
বৈভবেই হবে।

নারীকে সমুদ্র ভাবি মন্দিরে ঘণ্টা তাই বাজে।
আত্মনিমজ্জন
একক মুক্তির পথ, তাই ঘণ্টা, নারী,
নানাবিধ উপচার পূজা প্রয়োজন,
আত্মহনন।

হে নারী, তোমাকে আমি ভালোবাসি তাই হত্যা করি,
হে নারী, তোমাকে আমি ভালোবাসি তাই
দণ্ডক অরণ্যে শর্বরী
শৃঙ্খলমোচনের অভিলাষে শৃঙ্খল পরাই।
হে নারী, তোমাকে আজ প্রয়োজন তাই।

বি দা য় ক্ষ ণ

যখন নরম রোদ বিকেলের স্মৃতিভরা আঙিনায় আবির ছড়ালো,
তোমার যাবার ক্ষণ এলো।

দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি।
ব্যস্ততা প্রকৃতপক্ষে অর্থহীন অহেতুক অন্যায়ও। তবু তাড়াতাড়ি

কিছু কি বলবার ছিলো, নিগূঢ় কম্পন কোথা, উচ্ছ্বসিত বুক।
গাড়ি নিয়ে চলে গেলো তড়িঘড়ি দু দুটো উল্লুক।

একটি সন্ধ্যার স্মৃতি

তোমার পাশেতে আমি হেঁটে যাই স্পর্শ করি না,
তোমার সুরভিটুকু আলগোছে ঈর্ষুক বাতাসে
আমাকে স্পর্শ করে মায়াবিনী সালোমের সুরেলা কৌতুকে,
সজারুর মতো আমি কাঁটা তুলি ত্রাসে।

শ্রান্তির ধারণাগুলো নিতান্তই বায়বীয় মনে হয়, হাল্‌কা বাতাসে
কেন না চুলের রেণু আমার চেতনা বৃত করে,
দূরত্ব দৃঢ় করে স্বাধীনতা বর্ধিত ভেবে
তাকাতেই দেখি তুমি অতলান্ত চোখ আছো মেলে,
অগত্যা স্বাধীনতা ত্যাগ করে ডুবুরি হবার চেষ্টা করি।
সেই থেকে স্বাধীনতা হয়ে গেছো তুমি।
সুরেলা বাতাসে ভাসে স্মৃতির মৌতাত,—
স্মৃতির ভেলাতে তাই বিস্মৃতি পথের উত্তরণ, হেঁটে চলি।
জীবনের পাতাগুলি ধীরে-ধীরে উল্‌টিয়ে একস্থানে ভাঁজ দিয়ে ভাবি
আপাতত এই শেষ,
সুষুপ্তির প্রাত্যহিক রেখা টেনে ক্লান্ত দিনের দীর্ঘশ্বাসে
দুঃসহ একাকিত্ব প্রাণপণে দুহাতে সরিয়ে পথ করি,
ধর্মতলার মোড়ে এত ভীড় কখনো দেখি নি।

তোমার পাশেতে আমি হেঁটে যাই স্পর্শ করি না,
তোমার সুরভি শুধু বাসন্তী বাতাসে ঝরে পড়ে।
স্বাধীনতা সংগ্রামে অহরহ শহীদ হবার ব্যথা নিয়ে
তোমার পাশেতে আমি হেঁটে যাই, হে নির্ঝর, বাসন্তী বাতাসে
তোমার পাশেতে আমি হেঁটে যাই, স্পর্শ করি না।

গ তা নু গ তি ক

হোটেলের জেলি মাখানো পাউরুটিতে কামড় দিতেই
সিন্দবাদ নাবিক আর রকপাখির ডিমের কথা মনে পড়লো।
আর সবসময়ই আমি তোমার মুখে
নৌকোর প্রতিচ্ছবি দেখছিলাম।
সেই থেকে সিন্দবাদ আর আমি, নৌকো আর তুমি,
সিন্দবাদ আমি, নৌকো তুমি,—
বেশ সখ্যতায় পরিণত সম্পর্ক।

ট্যাক্সিতে ঢুকেই তুমি বল্‌লে : শার্শি উঠাও।
উঠাবার প্রচেষ্টাতে আমি গ্রে স্ট্রীটের মোড়ে ইতস্তত নোঙর খুঁজলাম
তোমার মেকি হীরের দুলটা রাস্তার-পাশে দোকানের আলোয়
ঘণ্টার মতো দুলে উঠল।
পথশ্রান্ত আমি তখন সাগরের কথা ভাবতে ভাবতে
আলোকস্তম্ভের রাত্রিকালীন ঘণ্টার আওয়াজ শুনছিলাম।
তুফান ঘনায়মান ভাবছিলাম,
ঘনায়মান তুফান ভাবছিলাম।

রো মা ন্টি ক

দেখতে তেমন নয় তাহলেও
মেয়েটি রোমান্টিক হাসলো।
প্রচলিত জীবনের বাইরে
হাসিটিতে বাঁচবার বাসনার আলো।

প্রত্যহ বিচিত্র সংঘাতে
জীবনের বিভিন্ন বৃত্তিরা সব
একটি বিন্দুতে চায় মিলতে,—
সংহতি ধর্মীয় উৎসব।

একান্ত প্রয়োজনে প্রথাচ্যুতি,
বদ্ধ জলাশয় থেকে মুক্তি।
এ এক অদ্ভুত সমানুপাতিক
অন্তর বিখিন্ন সহজিয়া দিক!

সহসা এ আবিষ্কার, উত্তরণ, সুখ—
অপরূপ উদ্‌ভাসিত মনে হলো মেয়েটির মুখ

দে ব্ রি পা নি

পাইন বনের মধ্যে বাংলোখানি,
স্বপ্ন যেখানে সত্য হয়েছে, দেব্‌রিপানি।
আমরা কজনা সুকিয়া পেরিয়ে শেষে
জীপ থামিয়েছি দেব্‌রিপানিতে এসে।

ড্রয়িংরুমের আগুনের চারিপাশে
আমরা কজনা উত্তাপ অভিলাষে।
বাইরে প্রকৃতি বুনেছে পাহাড়ি নেশা,
স্বতই সফেন, কান্নাহাসিতে মেশা।
কিশোরী প্রেমের মতো কবোষ্ণ তাপে
দেব্‌রিপানির বাংলোখানিও কাঁপে।

বৃষ্টি হঠাৎ নামলো পাইন বনে
আমরা কজনা ছিলাম তাদেরও মনে।
আমরা কজনা যদিও গল্পরত
আমরা কজনা ভাবছি যে যার মতো।
আমরা কজনা স্থিরনিশ্চিত জানি
ছেড়ে যেতে হবে প্রভাতে দেব্‌রিপানি।
বাইরে কি হাওয়া— বর্ষার উচ্ছ্বাসে
একটি মেয়ের চকিত আদল আসে?

আমরা সবাই স্বতই গল্পরত
আমরা তবুও সবাই যে যার মতো।
আমরা সবাই স্থিরনিশ্চিত জানি
প্রভাতে এমন রবে না দেব্‌রিপানি।

পাহাড়ি মেয়ের হাসির উৎস বেয়ে
বিষণ্ণ এক রাত্রি থাকলো চেয়ে।

শান্তিনিকেতনে বসন্তোৎসব

হরিৎ বর্ণে যেন যৌবনের ঢল নামিয়াছে।
অনেক কৃষ্টির যত ধারক ও বাহক
আমার বেশ্যা মনে তবুও পুলক
আম্রবীথিকার ঊর্ধ্বে পলাশেরও বহু ঊর্ধ্বে বাসা বাঁধিয়াছে।

সারি সারি নৃত্যরতা সুকুমারী মেয়েদের দল
অনেক চিন্তার মতো নড়াচড়া করে,
তাদের উচ্ছল স্পর্শে যৌবনের অহল্যা হিল্লোল
বাঁধ ভেঙে মুক্তি পায় সামগ্রিক উৎসবে, অন্তরে।

মেয়েটি

পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চি মেয়েটি   অথচ
অতলান্ত সমুদ্রের গভীরতা ওর,
সমস্ত অস্তিত্ব যেন কি এক স্বপ্নালু আবেশে
জনপদ অতিক্রান্ত নিরালা প্রহর।

আসলে অদ্ভুত সুখী গোলাপেরই মতো যেন সুখী,
কেন না জীবনপথে সমীরণ স্পর্শ দাগ কাটে,
কেন না মনের কোণে স্তূপীকৃত নেই কোনো কবিতা পুস্তক,
সুঠাম অস্তিত্ব তার আবদ্ধ নেই কোনো
দাশর্নিক নিবন্ধের জীর্ণ মলাটে।

পাড়ার ছেলের যত শিস কলি সংগীতের সুর
জীবনের কলুষতা পৌরুষহীনতার কোনো অপচয়
সামুদ্রিক ঔদাসীন্যে ঢেউয়ের মতোই অনায়াসে
উপেক্ষায় আরো যেন আকর্ষণময়
সাদাসিধে কাপড়ের ভাঁজে ভাঁজে কি এক রহস্য সঞ্চিত
প্রাকৃতিক সম্পদে বেড়ে ওঠা ক্রমিক হৃদয়।

হত্যা

আঁমার অস্তিত্ব তুমি যখনি অপরের সঙ্গে
মিশিয়ে ফেললে এক অনায়াস সুখে,
আমাকে হত্যা শুরু হলো।
তথাপি ভিন্নবেশে দাঁড়াই নি তোমার সম্মুখে

শতাব্দী শোণিতসিক্ত অধরের বঙ্কিম হাস,—
আমার বাঁচার চেষ্টা অক্ষম প্রয়াস।

প্রে ম

বাঘের থাবার মতো দৃঢ়মুষ্টি আগ্রহে যথা
নোতুন নোতুন ধাচে জীবনকে অনুভব করা
অভিজ্ঞতা ক্রমে হয় শব্দসন্ধানের আকুলতা,
গতিশীল বিসংবাদে আমার অন্তর তাই ভরা।

আমার ব্যর্থতাগুলো অট্টহাস্য করছে চৌদিকে।
সাধারণ রীতিনীতি যেগুলিকে ঘৃণা করি উল্কার উদ্যমে
সেগুলি ধরেছে পাকে পাকে,
নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয় ক্রমে।

ভালোবাসতে আমিও যে পারি না তা নয়,
কিন্তু ভালোবাসায় ছায়া দীর্ঘতর হয়।
হতে হতে সত্তার নোতুন নিগূঢ় আবিষ্কার
ভবিষ্যৎ সম্পর্কে শুধু ভীরু করে তোলে বারবার।

নৌ কা ভ্র ম ণ

ফ্রীজে-ঢাকা জ্যোৎস্নার আলো,
ধীরে ধীরে নৌকাটি মাঝপথে এলো।
সমস্ত জগৎ এক চীনামাটি বাসনের মতো,
বিবর্ণ ধূলি ধূসরিত,
অর্থহীন যেন,
শুষ্ক মাড়ির পর পাথরের পাটি, সাজানো।

স্বেচ্ছাবর্জিত চারিধার,
আকাশেও তারারা উঠেছে,
আত্মার চৌদিকে কারাগার,
শৃঙ্খলা, সাযুজ্য ভেঙেছে।

দূরে মন্দিরের চূড়া দেখা যায়। ছবি।
অসীম শূন্যে মানে হারিয়েছে সবই।

স্বেচ্ছাবর্জিত চারিধার,
বর্তিকার নীচেই আঁধার। .
পরার্থপরতা বুজরুকি,
নিজেদের কথাই বুঝি কি ?

এক নৌকাতে
তবু চলে আলাপন দুই সোয়ারিতে,
মৈথুন, জীবনের যোগ ও বিয়োগ,
ভ্রমণ, সম্ভোগ।
ক্ষোভ।

সবকিছু ছবি।
সবই, সবই।

রাত্রির রূপ

আমার মনেতে যেন বহুকাল জমে-ওঠা কালো
পূতিগন্ধময় নোংরা বস্তিতে ডাস্টবিনে,—
তথাপিও কুঞ্জবনে নিভৃতে ওরা এক আড্ডা জমালো
নারীর মসৃণ ত্বক কুকুরের মতো ঠিক চিনে।

ক্লেদাক্ত পৃথিবীতে রক্তের সোৎসাহ চীৎকারে
যে দিন নীরবে গেছে বর্ষাতি বাতাসের মতো স্যাঁৎসেঁতে
অর্থহীন খুনী অপব্যয়ে, ফুলের প্রাঙ্গণে হেঁটে গিয়ে
নোতুনের জন্মলগ্নে, কে চায় সেদিন যেতে দিতে।

ভা লো বা সা, বে লো য়া রি চু ড়ি

ওদের সমস্ত আছে— ঝগড়া, আনন্দ, বেদনা ;
কেমন সুন্দর সব চলছে ফিরছে অযথা হাসছে।
প্রসব বেদনার মত দুঃসহ আনন্দ
অথবা জটার গ্রন্থি খুলে দিয়ে ঝরঝর হাসার বেদনা,—
ভালোবাসা এক বৃত্ত যেন।

মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যাওয়া এক বিস্ময়ে দেখি
অজস্র অনুভূতি জ্যোৎস্নার শরীর গড়েছে,
যেসব শরীরী অনুচর আজো আশা দিয়েছিলো
ভালোবাসা পাবো, পাবো রিনরিনে বেলোয়ারি চুড়ি
অসংখ্য ঢেউয়ের মতো ক্রমাগত আওয়াজে মর্মরে,
কেজি মূল্যে যা পাওয়া যায় না
অথবা পাঠাগার কিংবা রসায়নাগারে,
যা পাওয়া সম্ভব শুধু হাসির ফুৎকার কিংবা অধর স্ফুরণে,
একটি মুহূর্তে শুধু,

বাসনার রোম পরিস্রাবণে,
মড়ার নাভির মতো যত্নে বিসর্জিত।
আমার চেতনা এক বিন্দুতে স্থির হয়ে আছে
কবে পাবো ভালোবাসা বেলোয়ারি চুড়ি তারই
স্বয়ংসম্পূর্ণ এক কবোষ্ণ বিশ্বাসে।

অথচ বন্দরে ওরা সস্তার পেতেছে আসর যেখানে নানান্ পণ্য .
নীবিবন্ধ, অপমৃত্যু, কনট্রাসেপ্টিভ আর তেরঙা কৌটো,
কাঁচুলী ব্লাউজ পরা মেয়েদের শ্রোণীদেশ, দাব্‌না মাংস,
ভাঙা পিরিচের কাঁচ, কফিতে তুফান আর হল্‌দে জিহ্বা,
সারিদেওয়া পিঁপড়ের মতো যতো খিস্তি খেউর তথা
তুরন্ত জাফরানি রঙ জীবনের।
টাঙানো সাইনবোর্ড :
বড় মজাদার, দাদা, একবার এলে পুনঃ আসিতেই হবে।

অনেক চিন্তার ভীড়ে আমার মনন শুধু ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়,
অনেক জনতা-মাঝে নিমজ্জন তৃপ্তি মনে জাগে!
মন তবু একদিকে কবে ফেরিওলা ডাকে, চাই ভালোবাসা চাই
বেলোয়ারি চুড়ি,
রিনরিনে নববধূ, সুকুমার লজ্জাবতী, আহা!
আমার হৃদয় তাই গলে গলে স্বেদবিন্দু হয়।

সমুদ্রের স্বর

অকস্মাৎ সমুদ্রের স্বর
শোনা গেলো গুহার ভিতর।

ভীষণ খেলায় মাতে কে ঘোড়সওয়ার,
গৈরিক ছন্দে আসে জীবনের জটিল জোয়ার।

ঢেউগুলো নাভিমূলে ক্রীড়া করে কৈবল্য আপ্লুত,
এ ভোজে পরমতৃপ্ত অবশ্যম্ভাবী রবাহুত।

হা ই কু

বরফের ওপর দিয়ে বেশ খানিকটা হেঁটে এলাম।
প্রভাতী আলোয় সামনের কাঞ্চনজঙ্ঘা এবং মাউন্ট এভারেস্ট
তোমার হাসির মতো ঝক্‌ঝক্‌ করছিলো।
আমার জঙ্গল বুটের চাপে পথের ওপর তুষারগুলো
টেব্‌ল সল্টের আকার নিচ্ছিলো।
চলতে চলতে একসময় হাইকুর মতো
আমার পরিপাটি ছোট্ট বাংলোটি মিলিয়ে গেলো যখন
তখনো আমি হাঁটছিলাম।

তারপর একসময় কোমল সূর্য মাঝগগনে থমকে দাঁড়ালো,
এক ঝাঁক পাখি কলরব করতে করতে বসে পড়লো
পাহাড়ের নরম গালিচার মতো ঘাসে চড়ুইভাতি করতে
পিঠে কাঠের বোঝা নেপালি মেয়েরা
নরম হেসে পিঠের গাঁটরি নামিয়ে বসলো চেপে,
বেড়ে নিলো গলা ভাত এ্যালুমিনিয়মের সানকিতে
আর গেলাসে নিলো নির্মল তাজা রোক্‌সি।
এবং তুমি
নিজেকে এক ঝলক আয়নায় দেখে নিয়েই
ঘর থেকে তাড়াতাড়ি বেরুলে
কলেজের হচ্ছে দেরি প্রথম ক্লাশটি আবার বাদ না হয়।

এবার আমায় ফিরতে হবে।

দূরের রাস্তাটি এঁকেবেঁকে গেছে ফালুটে সেখান থেকে নেপালে
কিংবা সিকিমে ;

বিধবার বড্ড বেশি সাদা সিঁথির মতো পথটি

কেমন যেন চেনা চেনা মনে হয় হাতছানি দিয়ে ডাকে।

কান্‌চেন্‌জেন্‌ঘোর বরফ গলছে,—

তরুণ প্রফেসরের ক্লাশে মগ্ন মেয়েটি শুনছে শুনছে
কেবলি শুনছে।

অনেকটা পথ— চড়াই উতরাই— দম বন্ধ হয়ে আসে তবুও

এবার আমায় ফিরতে হবে,

সুদূরে যেখানে আমার বাংলো— নির্জনতা— হাইকু।

পা র স্প রি ক

অনেক ভীড়ে মুখ ফেরালে দেখি তুমি,
দূরের আকাশে চেয়েই দেখে কাছেই ভূমি।
হঠাৎ যেন শিরীষ শাখে কাঁপন লাগে,
জুহু বেলায় শীতের আগের কুহক জাগে।

তোমার প্রেমে বাঁধন আছে ব্যথাও মানি,
পরক্ষণেই ঝলসে ওঠে অস্ত্রখানি।
আমার মনের চেপে রাখা দারুণ শীতে
জুহু বেলা কুঁকড়ে ওঠে যন্ত্রণাতে।

তোমার পাশে হেঁটে যাবার স্নিগ্ধতাতে
ভোরের ফুল ফুটে ওঠে সন্ধ্যারাতে,
চাওয়ায় পাওয়ার আবিষ্কারে অনেক ভার,
জুহু বেলায় ঘনায় ধারে অন্ধকার।

ঢেউগুলো সব পারে আসে কারে যে চায়!
ধরতে হবে অধরাকে দেহের মায়ায়।
অনেক ভীড়ের নির্জনতায় কি যে খুঁজি,
হারিয়ে হঠাৎ ফেলেছি আজ হাতের পুঁজি।

জীবন মোহ

সূর্য অতীত হলে স্টেজ থেকে নেমে আসে নট,
হয়তো জীবন নিয়ে অতি দক্ষ কাটাছেঁড়া চলে
ভাঙা কার্নিশের গায়ে হর্ষিত কাকেরা,
মনোজ্ঞ অতীত হেথা ত্যক্ত শহীদ।

ঈর্ষার ছুরিতে শান দিয়েছে শিকারি,
বুঝেছে জীবন শুধু কানাগলিভরা,
কামনার সাদা স্রোতে দেবতাও খায় হাবুডুবু,
মজা দেখে শয়তানও হা হা করে হাসে।

জীবন, অলীক স্বপ্ন, টারান্‌টুলার গূঢ় রস,—
বোনা হাত স্তব্ধ হয়, জনাকীর্ণ প্রেক্ষাগৃহে
বিদূষক হাততালি খোঁজে,
সহসা প্রচণ্ড বেগে ছুটে-আসা গাড়ি ব্রেক কষে,
লোড শেডিংয়ের রাতে নিজস্ব নির্জনে কারা
দেহের গভীর তটে সুর বোনে।

বন্দরে অর্ণবপোত নাবিকেরা নৌকা নামায়,
হৃদয়ের কাছাকাছি লাল স্বপ্ন রেডিয়ম ঘড়ির মতো শব্দ তোলে,
ভাঙা দাঁড় ছেঁড়া পাল, পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী
হুইস্কির মধ্যে মৃত পুত্রের ছায়া দেখে।

মৃত্যু ধারণামাত্র, জীবনের ছায়া তাই দীর্ঘতর হয়।
কে আস্‌বে বর্শা হাতে? বাথরুমে অসির ঝঞ্ঝনা!
কে আস্‌বে বর্শা হাতে? ক্রমে ছায়া দীর্ঘতর।
তুমি যেটি ভাবো সেটি কেন সত্য হবে,
কেন নদীপথে নৌকা চলাচল অসম্ভব হবে,
বেহালার তারের ভিতর দিয়ে জীবনকে দেখা
মাঠে-চরা গাভীর মতন?

সহসা কখনো কোনো মাঝরাতে বেহালার তার ছিঁড়ে গেলে
ব্যবহৃতা রমণীর অভ্যাসবশত লাল ঠোঁটে রূপকথা জেগে ওঠে,
হৃদয়ের গভীর গহনে প্রশান্ত মহাসাগরের তলে
কোথাও ঘুমন্ত দ্বীপ প্রাণ পায়,
অসম্ভব সম্ভাবনা হাতির শুঁড়ের মতো
ফোয়ারা সৃষ্টির চেষ্টা করে,
পরিখায় ছায়া পড়ে, দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়।

এই চলমান জগতের ক্লান্তিহীন জোয়ার ভাঁটায় রমণীয় দোলমঞ্চে
ইঞ্জিনের বিভ্রান্ত ধোঁয়ায়
কে আসবে বর্শা হাতে?
উষ্ণীষে ঝলসায় রক্ত, সোরাবের ভাঙা বর্শা, রণশেষে কারুণ্যে
বিষাদে
অভ্যাসবশত লাল ঠোঁটে
হৃদয়ের গভীর গহনে ঘুমন্ত নগরী জাগে,
পরিখায় ছায়া দীর্ঘ হয়।

হঠাৎ দেখা

ভরন্ত দুপুর বেলা দেখলাম তাকে
সাজানো ড্রয়িংরুমে নিশ্ছিদ্র জনতার ফাঁকে
যখন শিবসাগরের ঢেউয়ে
রাঙা রোদ হৃদয়ের জলছবি আঁকে।

সায়রের নাওয়ে দোলা দুটি হৃদি বড় কাছাকাছি,-
শতাব্দী পেরিয়ে গেছে।
জরাক্লিষ্ট জরথ্রুস্ট হয়ে বসে আছি।

বাইরে যুক্ত কর অন্তরে প্রেম,
কিছু পরে দোর থেকে বিদায় নিলেম।

ক্র ম শ

নিরালা রাত থমকে আছে ট্রেন,
নীলাভ আলো, ভাবছে কি হার্ট ক্রেন ?
জ্যোৎস্নারাত অলীক অবান্তর,
ঝাপ্‌সা ক্ষেত পলি ও প্রান্তর।
নদীর আভাস পাদপ বালিয়ারি
আবছা নিচোল গাঢ় তালগাছসারি।
জীবন যাপন মক্ষিশিকারাদি
এমন দিনে কি হবে চলেই যদি।
ঠাণ্ডা বায়ু শীতল জলোচ্ছ্বাস,
বাতাস ভারী হয়তো শ্রাবণ মাস।
অনেকটা পথ এসেই যদি গেলাম,
ভাবছে তবু এসেই বা কি পেলাম।

গ লি টা পে রি য়ে

অজ্ঞাত গলি, ক্লান্ত বিজলিবাতি,
অচেনা মানুষ প্রয়োজনে প্রত্যাশে,
অতৃপ্ত মন, অন্ধ বাসনা তাও
গৃধ্ন র মতো পাখাদুটো মুড়ে বসে।

বেশ্যার চোখে ক্লান্ত কাজলরেখা,
অবসাদ নামে ক্লিষ্ট পাখির ডানে।
কি হবে খামোখা জল ফেলে জল ভরে,—
আমার হৃদয়ে রাত্রি প্রতিমা টানে।

দুর্মদ খুশি হয়তো কোথাও আছে
দুয়ার পেরিয়ে, কে আছো পাহারাদার।
সবুজ দ্বীপের সন্ধান নিতে গিয়ে
রাতের লোকাল কবেই হয়েছে পার।

অনবধানের শেষ কবে কে তা জানে,
অনবজ্ঞাত জীবনের দিকগুলা।
রাত্রি এখন হয়েছে এখানে ঢের ?
গলিটা পেরিয়ে আস্‌বে কি ফেরিওলা।